BALUCHAR

Jasimuddin

www.banglainternet.com

17 poems

বালুচর

জসীম উদ্‌দীন (পল্লী কবি)

সূচী॥

বাঁশরী আমার, ৭
উড়ানীর চর, ৮
সে বসে পড়িছে বই, ১১
একখানি হাসি, ১২
সফল সন্ধ্যা, ১৪
কাল সে আসিবে, ১৬
কাল সে আসিয়াছিল, ১৮
প্রতিদান, ২৬
পরাজয়, ২৭
কবির সমাধি, ২৮
কারে অভিমান, ৩৫
তোমায় ভুলেছি আজ, ৩৮
দুরাশা, ৪৬
বিদায়, ৪৭
সন্ধ্যা, ৫৩
মুসাফির, ৫৪
আর একদিন আসিও বন্ধু, ৫৭

বাশরী আমার

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে,
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে।

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া ;
চলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া
তেমন করে,
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

কোথায় খেলার সাথিরা আমার
কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে
গোখুর-রেনু।

ফোটা সারিষার পাঁপড়ির ভরে,
চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে ;
সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে—
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

BI read N share
banglainternet.com

উড়ানীর চর

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরি।

ঝাঁকে বসে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়;
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি;
মহা কলতানে বালুয়ার গানে
বেড়ায় মাতি।

উড়ানীর চরে কৃষান-বধুর
খড়ের ঘর,
ঢাকাই সিমের উড়িছে আঁচল
মাথার পর।

জাঙলা ভরিয়া লাউএর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়,
নাচিছে ঘুরি;
উড়ানী চরের বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরি।

উড়ানীর চর উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে;
চারিধারে জল করে ছল ছল
কি মায়া জানে।

ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধুলি,
বুকের বসন নিতে চায় খুলি,
পদ ধরি জল কলগান তুলি,
নূপুর নাড়ে;
উড়ানীর চর চিক্ চিক্ করে
বালুর হারে।

উড়ানীর চরে ছাড়-পাওয়া রোদ
সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি,
জমায় খেলা।

banglainternet.com

কৃষাণী কি বসে সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়,
ফাগের মতন কুঁড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে ;
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
গাঙের পারে।

উড়ানীর চরে তৃণের অধরে
রাতের রানি,
আঁধারের ঢেউ ছোঁয়াইয়া যায়
কি মায়া টানি।

বিরহী কৃষাণ বাজাইয়া বাঁশি
কাল-রাতে মাখে কাল-ব্যথারাশি ;
থেকে-থেকে চর শিহরীয়া উঠে
বালুকা উড়ে ;
উড়ানীর চর ব্যথায় ঘুমায়
বাঁশীর সুরে।

সে বসে পড়িছে বই

শুইয়া সে পড়িতেছে বই।
এ ঘরেতে আর কেহ কোথা নাই শুধু এই আমি বই।
খণ্ড রোদের টুকরো আসিয়া পড়েছে তাহার মুখে ;
—রাঙা মুখে হাসি, তারি ঢেউ লেগে দুলিতেছে তারা সুখে।
খানিক সে পড়ে, খানিক আবার চায় মোর মুখ পানে,
আমি কবিতায় বৃথা মালা গাঁথি বুঝাইতে তার মানে।
তাহার চাউনি, দুটি কালো চোখে, যেন দুটি কালো অলি,
হেলিয়া দুলিয়া দুপাখে দলিছে মুখের কমল-কলি।
তার ডানাখানি মোরগায়ে লাগা, বিজলীর লতা এসে,
বুঝি ক্ষণকাল বিরাম মাগিছে আমার মেঘের দেশে,

বই সে পড়িছে, কি বই জানিনে, কে জানে কি আছে লেখা,
আমি দেখিতেছি খনে খনে তার মুখেতে হাসির রেখা।
তার রাঙা মুখে হাসি দুলিতেছে সে হাসির সরোবরে,
দুই গালে দুটো রাঙা রাঙা টোল ফুটিতেছে লীলাভরে।
সেই রাঙা টোলে ভ্রমর বসিত। অথবা দুইটি ফুল,
দুই গালে কেউ বেধে দিয়ে যেতো মিছেমিছে করি ভুল।
নারে না ও মুখে যত হাসি ঝরে, আর যত রূপ ঝরে,
হয়ত তাহাই গড়ায়ে গড়ায়ে দুটি টোল যাবে ভরে।
তার রাঙা মুখ, আরো রাঙা হাসি, আজও পড়িছে বই,
এ ঘরেতে আজ আর কেহ নাই এই একা আমি বই।

banglainternet.com

একখানি হাসি

দিনভর তার বহু কাজ ছিল, এখানে ওখানে ফিরি,
যত্নে ও স্নেহে কাজের মধ্যে ফুটাইতেছিল ছিরি।
মোরে ডাকি কথা লিবে কখন? ব্রজের পথের পরে,
সারা দিনমান আঁট ঘাঁট বেঁধে জটিলা কুটিলা ঘোরে।
এ দেশের সব উল্টো ব্যাভার, হাটে হাটে দাও ঢোল,
কেউ শুনিবে না কেউ আসিবে না বাধাইতে তাহে গোল।
কানে কানে কথা বলিবে যখনি অমনি সকলে আসি,
না শুনেও তার টিকা-টিপ্পনি বানাইবে রাশি রাশি।
জোরে যাহা বল, কারো ভ্রূক্ষেপ হইবে না শুনিবারে,
চুপি চুপি তাহা বলে দেখ দেখি কজন না শুনে পারে?

জগৎ জুড়িয়া করে কোলাহল মল্লীনাথের মিতা,
গোপন কথার ভাষ্য লিখিছে লইয়া নিতির ফিতা।
তবু এরি মাঝে এক কোনে সে যে দাঁড়াল আমারে দেখি,
গোলাপের মত দুটি রাঙা ঠোঁটে একখানা হাসি লেখি।
একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেয়ে,
পুনর্চাঁদের জোছনার জল পড়ছিল বেয়ে বেয়ে।
যেন প্রভাতের সোনালী আলোকে বাঁধিয়া পাখার গায়,
এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলেছিল আকাশের কিনারায়।
যেন গাঁর বধূ প্রদীপ ভাসায়ে গাঙের ঘাটের জলে,
কাঁকন বাজায়ে কলস হেলায়ে দূর পথে গেল চলে।

আজিকে তাহার বহু কাজ ছিল, মোরও ছিল ব্যস্ততা,
সবগুলি তার জড়াইয়া দিল একটি হাসির লতা ;—
সেই লতা-পরে ফুল ফুটেছিল, তাতে বসে মধুকর,
কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল সোহাগের তাজ-ঘর।
একখানি হাসি দেখেছিনু তার, যেন বহুদিন পরে,
দূর দেশ হতে অতি চেনা কেউ চিঠি লিখিয়াছে মোরে।
একখানি হাসি। আকাশ হইতে একটি পাখির গান,
দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে জুড়াল চাষীর কান।
একখানি হাসি। গংকিনি জলে যেন বেহুলার ভেলা,
লখিন্দরেরে জীবন্ত করি দেশেতে করেছে মেলা।
যেন আকাশের বুকে ভেসে যায় একটি রঙিন ঘুড়ি,
তারি পরে যেন বক্ষ রাখিয়া কোথা যাওয়া যায় উড়ি।
একখানা হাসি। নহে বহু কথা, নহে প্রিয়, প্রিয়তম,
আরও কোনকিছু যদিও লেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।

ও-যেন কথার গীতগোবিন্দ। হাফেজের বুলবুলী,
—ওরি মাঝে বসি পাখায় মাথায় তারা গুঁড়ো-করা ধূলি।
একখানি হাসি। বাঁকা তরি বেয়ে এসেছে ঈদের চান্,
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফরমান।

banglainternet.com

সফল সন্ধ্যা

সন্ধ্যা এখন আবছা মেঘেতে রঙে রঙ্ ধরে ধরে,
নক্‌সি কাঁথাটি বুনট করিছে অতি সুনিপুন করে।
এমন সময় তুমি এলে হেথা, ও বাড়ির জানালায়,
মেয়ে-ফুলগুলি হাসি খুশিভরা, কে আর ওদিকে চায়!
কলতলে কোন রূপসী বসিয়া মাজিছে বাসনগুলি,
কাঁচের চুড়ি যে আহ্লাদে নাচে বাহুর বরণে ভুলি।
এসব আজিকে মুলতুবি থাক, তুমি এলে মোর ঘরে,
ভালই হইল, সময় কাটিবে কথা কওয়াকওয়ি করে।

তুমি এলে আজ, অঙ্গে বাঁকায়ে এনেছ ইন্দ্রতীর,—
হাসিতে ছুঁড়িছ বরণে বরণে যত ফুল ধরণীর।
আজিকার দিনে তোমারে হেরিয়া বহু কিছু করা যায়,
ও রাঙা হাসির পাখায় উড়িয়া আকাশের কিনারায়,
চলে যাওয়া যায়, সেই সে হাসিরে ধরিয়া রেখার জালে,
চির-জনমের করে রাখা যায়, আমাদের এই কালে।
বাঁশীর বাতাসে ও অধর ফুল হতে রাঙা দলগুলি,
মেলে দেখা যায় তাহার উপরে কথার ভোমর তুলি।
—আরো পারা যায়, ও দেহ ধনুতে যত ফুল-শর-রাশি,
আমার এ বুকে ধরে দেখা যায় কি করে তাহারা আসি।
হয়ত তাহারা দলে দলে দলে এ-মন-মানস-সরে
কত যে লীলার কমল ফুটাবে আঘাতি আলোর শরে।

এতে কি আমার অপরাধ হবে? তুমি বড় সুন্দর,
ওই মন্দিরে যে পরাণ সে ত আরও সুন্দরতর।
ও অধর আর ওই রাঙা হাসি, ওই ফুল তনুখানি,
অনাহুত কোন রাগিনীতে যেন আমারে ফিরিছে টানি।
এত ভাল লাগে এ দেহ তোমার, সেথায় যে প্রাণ থাকে,
সেকি একবার সাড়া দিতে নারে ভালবাসি এই ডাকে!
ও রাঙা ঠোঁটের কালো তিলটির ভোমর পাখার পরে,
সেকি ওই কথা উড়াতে পারে না আজিকে আমার তরে!

এমন উদার তুমি কি কখনো হইতে পারনা হায়,
একদিন তরে যদি দেহখানি মোরে ধার দেওয়া যায়!
তবে আমি রচি ওই দেহ দিয়ে এমনি শান্তি নিড়,
ধূ ধূ মরু ঘেরা আশা-ভাষাহীন এই ধরণীর তীর।
পান্থ পাখীড়া সেইখানে আসি খুলিয়া মনের দুখ,
সারাটা রজনী জাগিয়া পাবে প্রকাশের সুখ।
ওই দেহ তবে মুকুর করিয়া ঝুলাব আকাশটায়,
বিরহীরা তাতে ধরিয়া দেখিবে যার যার বেদনায়।
ওই দেহ তবে বাঁশরী করিয়া বাঁধিব তমাল ডালে,
জগতের কত শূন্যতা আনি জড়াব সুরের জালে।
এই ধরণীর রূপ-পিয়াসীরা তাহাতে নিশাস ভরি,
না পাওয়ার ব্যথা কত যে তীব্র দেখিবে পরখ করি।

banglainternet.com

কাল সে আসিবে

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে,
এ পারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে।
বুঝি তাই মনে করে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধরে।
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চষা আর চষি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাসির ধানের খেতের মতই তাহার গা,
কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।

কাল সে আসিবে, হাসিয়া হাসিয়া রাঙা মুখখানি ভরি,
এপারে আমার পাতার কুটিরে আমি কিবা আজ করি!
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, এপারে আমার ঘর,
তার পরে নদী—ঘাটের ডিঙা কাঁপে নদীটির পর।
কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িলে, দুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কত কাল।
ওপারেতে চর বালু খেলে, উড়ায় বালুর রথ,
—ওখানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়,
আসমান-তারা শাড়ীখানি আজ জড়াব সারাটি গায়?

banglainternet.com

রামলক্ষ্মণ শঙ্খ দুগাছি পরিব আবার হাতে,
ধোঁপায় জড়াব কিংশুক-কলি, কাজল চোখের পাতে;
গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্মা-রাগের মালা,
কানাড়া ছান্দে বাঁধিব কি বেনী কপালে সিঁদুর জ্বালা?
কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়িছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ।

ওই বালু চরে আসিবে সে কাল, তার রাঙা মুখে ভরি,
অস্ফুট উষার সোনার-কমল আসিবে সোহাগে ধরি।
সে আসিবে কাল, গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হার,
দুখানি নূপুর মুখর হইবে চরণে জড়ায়ে তার।
মাথায় বাঁধিবে দুধালির লতা কটি সীমপাতা কানে,
বেনুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হলদি কোটার শাড়ী,
মটর কনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখ নাড়ি নাড়ি।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, ধারে তার এই নদী,
তারি কূলে মোর ভাঙা কুঁড়ে ঘর, বহু দূরে নয় যদি;
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি,
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে হায়, মণিমাণিকেতে ভরি!
সে কি ওই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে বরষার তরুগুলি,
শীতের তাপসি কারে বা স্মরিছে আভরণ গায় খুলি?
হয়ত দেখিবে, হয় দেখিবেনা, কাল সে আসিবে চরে,
এপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে।

কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে করে।
কাশের পাতায় আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
দুটি রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের গায়।
সারা গাও বেয়ে ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু,
আমার দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া দেখিয়া অবাক হনু।

দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচর মাথা কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি।
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস ঝাউ-এর বন,
বরষ বরষ মোর গলা ধরি করিয়াছে ক্রন্দন।
দেখিলাম তারে তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি,
কোন্ অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি?
—বলিতে নারিনু, ওগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুন জ্বেলেছ যেই ঘন-বনে সেকি পুড়ে হল ছাই।
এলে কি দেখিতে—দূর হতে যারে হেনেছিলে বিষ-বান,
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান।
বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছেমিছি,
অলস চরণ, অবশ দেহটি, সারা গায়ে ঘাম, ছি ছি।
এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছে কত না কষ্ট সহি,
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি?

নয়নের জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পুবের সুরুষ সাঁঝেতে উদিল আসি।
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু চরণ দুখানি ধুয়ে,
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে।
কহিলাম, বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন খানি,
এমনি করিয়া রাখা যায় নাকি দুই হাতে যদি টানি।

রবির চলার রথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারেনা অস্ত-পারের পথ?
কৌটায় ভরে সিঁদুর ত রাখি, আজিকার দিন হায়,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভরে কি রাখা না যায়।
এই দিনটিরে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি।
মিছেমিছি কত বকিয়া গেলাম ছাই পাঁশ থাকি থাকি।
শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখে—যে মুখেরে আমি এত করে ভালবাসি।

মুখেতে মাখিল হাসি,
সোনা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী।
কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধরে।
—সেই দুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভরি—
রাই সরিষার জড়াজড়ি করে ফুলের আঁচল ধরি।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আঁকিয়া পায়ের রেখা।

banglainternet.com

কাল এসেছিল, চখা আর চখি এ ওরে আদর করি,
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি নদী উঠেছিল নড়ি।
—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে–
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালকের তরে।

কালকের দিন, মেরু–কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানা আলোক–কমল ফুটেছিল এক ধারে।
মহা–সাগরের দিগন্ত–জোড়া ফেন–লহরির পরে,
প্রদীপ–তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে।
কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায় হায় কত–কাল,
যারে ভাবি এই শুনো বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বালা ;
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি,
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন–যামী ;
যে আগুনে আমি জ্বলিয়া মরেছি সে দাবদাহন আনি,
কোন্ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি !

শুধু কহিলাম,—পরাণ–বন্ধু ! তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি ত জানিনে কি করে যে আজ তোমারে আদর করে !
বুকে যে তোমারে রাখিব বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে ;
নয়নে রাখিব ! হায়রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে !
কপালে রাখিব ! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া ;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু নারে লাগে জোড়া !
সে কেবল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চাহিল আমার পানে ;
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে।

সামনে বসায়ে দেখিলাম তারে দেখিলাম সেই মুখ—
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কি করে যে আসে দুখ।
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উচু বেলা,
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হতে বিদায় মাগিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাড়ি।

সে মোরে কহিল, দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি ?
—যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠে হাসি।
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোনার চুড়াটি, ভাঙিল সকল দোর।
সে মোরে কহিল, শোন তাপসিনী ! আজকের মত তবে,
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুশি হবে যবে।

হাসিয়াই তারে কহিলাম, সখা ! বিদায় নমসকার !
অভাগিনী আমি রুখিতে নারিনু নয়ন জলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, শোনো,
চোখে কেন জল, কিছু কয়ে তোমা ব্যথা কি দিয়েছি কোন ?

আমি কহিলাম, সুন্দর সখা আমার নয়ন–ধার—
পাইয়াও যেগো পাইনে তোমারে—ভাষা এই বেদনার।
'আমি কি নিঠুর ?' সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম, নয় ;
ফুলেরো আঘাত গায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয় ?
গলায় যাহারে মালা দেইনাক হয়ত মালার ভারে,
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে।

banglainternet.com

ছুঁইনা যাহারে ভয়ে,
ও দেহ-তরুর অফুট কুসুম যদি পড়ে যায় খয়ে।
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ কথা ভাবিব যবে,
রোজ-কেয়ামত ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে।

তবে কেন কাঁদ? হায় তাপসিনী! জীবনের ভোরখানি
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি।
আমি কহিলাম, সোনার বন্ধু! এ মোর ললাট-লেখা,
কেউ পারিবেনা মুছাইয়া দিতে ইহার গভীর রেখা।

মাথার পসরা খানি,
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সমুখে চরণ টানি।
এ জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবেনা করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ।

তবু বলি সখা! কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়া মোর,
কেন বয়ে যায় শাঙনের ধারা ভাঙিয়া নয়ন দোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে,
বিধির গড়া ত সবই পাওয়া যায়, মানুষেরে নাহি মেলে।
আকাশ পরেছে শ্যাম-ঘননীল সুখের নবীন মেঘে,
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে;
যত দূরে যাই তত দূরে পাই কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশখানা।

—বিধাতা গড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলী,
কোলে কোলে তার পাখি গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।

বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে ঘ্রাণ,
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল কলীদের দান।

তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোন বাধা নাহি।
শুধু মানুষেরে পায়না মানুষ, নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ ভবে, মানুষ হলনা কার।
কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি,
বিশ্ব জোড়া এ রূপ-পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি!
আমি কাঁদি সখা! কেন তুমি নাহি আকাশের মত হলে,
যেখানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে।

আকাশের তলে ঘর,
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।
তুমি কেন সখা! কানন হলে না, ফুলের সোহাগ পরি,
রঙিন তোমার দেহ-দীপখানি পুলকে উঠিত ভরি।
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত-তৃষা মিটায়ে নিতাম অনন্ত-পাওয়া সনে।

কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে! সিমারে বরণ করি
অসীম ক্ষুধারে সীমার বেড়ার বাহিরে রেখেছ ধরি।
তুমি কেন সখা! এমন হলেনা—যত দূরে যাইতাম,
আকাশের মত যত দূরে চাহি তোমারেই পাইতাম!
আমি অনন্ত, আমি যে অসীম, অনন্ত মোর ক্ষুধা—
বিপুল এ দেশে ভাসিতেছ তুমি একটু সীমার সুধা।

banglainternet.com

হায় রে মানুষ হায়।
কেমন করিয়া পাব তারে, যারে ধরা-ছোঁয়া নাহি যায় ;
আমি কাঁদি কেন সুন্দর সখা। তোমারে বলিব খুলি
এই বেদনায়, কেন তুমি এলে মানুষ হইয়া ভুলি?
যে মানুষ এই ধরারে দেখিছে নীতির চশমা পরি,
যার যাহা পায় তাই লয় সে যে পালায় ওজন করি।
জগৎ জুড়িয়া পাতিয়াছে যারা মনুসংহিতা বই—
আমি কাঁদি সখা। আর কিছু নও তুমি সে মানুষ বই।

জগতের মজা ভারি—
চোখ বেঁধে যারা ধরারে দেখিল তাহাদেরি নাম জারি।
বাহিরে হাসিছে নীতির জগৎ, তাহার আড়ালে বসি,
কাঁদে উভরায় উলঙ্গ নর পরি শাসনের রসি।
সে বলে যে আমি না-ভাল-মন্দ, আমি নর-নারায়ণ,
মহা শক্তির বাঁধিয়া রেখেছে সংস্কার বন্ধন।
আমি কাঁদি সখা! আমার মাঝারে আছে সে আমার আমি,
মোর সুখে দুখে মন্দ-ভালোয় সুনাম-কুনামে নামি ;
এ-জগতে কেউ চাহিল না তারে ; এ মোর পসরাখানি,
যারে দিতে যাই সেই ফিরে চায় হেলায় নয়ন টানি।

জগতের হাটে তাই—
সে মোর আমারে খণ্ড করিয়া দোকানে বিকায়ে যাই।
কেউ হাসি চায়, কেউ ভালবাসা, কেউ চায় মিঠে-কথা,
কেউ নিতে চায় নয়নের জল, কেউ চায় এর ব্যথা।

শস্যের ক্ষেতে একেলা কৃষাণ বিজ ছড়াইয়া যাই,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য ছড়ানু, কোন কিছু মনে নাই।
আমি কাঁদি সখা। হাটে-বেচা সেই খণ্ড আমারে লয়ে,
যারে ভালবাসি—তাহার পূজায় কেমনে আনিব বয়ে।
হায় হায় সখা! তুমি কেন হলে হাটের দোকানদার—
খণ্ড করিয়া চাহ যারে তুমি পূর্ন চাহনা তার?
সব কথা মোর শুনে সে কেবল কহিল একটু হাসি—
মোর যত কথা কব একদিন, আজকের মত আসি।

পায়ে পায়ে পায়ে যতদূর গেল, নিমেষে রহিনু চেয়ে ;
সন্ধ্যা তীমিরে কলস ডুবাল সাঁঝের রঙিন মেয়ে।
শূন্য চরের মাতাল বাতাস রাতের কহেলি কেশ,
নাড়িয়া নাড়িয়া হয়রান হয়ে ফিরিল উষার দেশ।

কতদিন গেল, কত রাত এল ঋতুর বসন পরি,
চলে কাল-নটি বরণে বরণে বরষের পথ ধরি।
আজো বসে আছি এই বালুচরে, দুহাত বাড়িয়ে ডাকি,
কাল যে আসিল এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

banglainternet.com

প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হয়েছে মোর,
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি ;
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বান,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বানি,
আমি লয়ে সখি তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

পরাজয়

আগে ত জানিনি আমি,
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটিবে আমার দিবসযামি ;
ফুল তুলেছিনু মালা গাঁথিবারে, ফুল শর চাহি নাই,
ধূপ জ্বেলেছিনু গন্ধ শুঁকিতে অগ্নিরে কেন পাই?

কেন ভুজঙ্গ জ্বালা
চন্দন বলে কপালে লেপিতে কপাল হইল কালা।
কেন বারি মাগি তড়িৎ পাইনু, হায় পিপাসিত পাখি।
তোর তৃষ্ণার জলেতে আজিকে কে গেছে অনল রাখি!

কাঁটার পথেও চলিয়া দেখিছি, কাঁটা লাগে নাই পায়,
ফুলের পথে যে চলিতে আজিকে আঘাত সহন দায়।
পাহাড় ভেঙেছি, কানন কেটেছি, বাজেরে লয়েছি শিরে,
ফুলের আঘাতে আজিকে সজনী। হারানু পরানটিরে।
আকাশ হইতে তারারে আনিয়া পরেছি তারার মালা,
পূর্ণ-চাঁদের কলসি নাড়িয়া কুটির করেছি আলা।
দূর গ্রহপথে ভাসাইয়া দিয়া গানের আলোক-তরি,
কত ছায়া-পথে ছায়া-রাণীদের লয়েছি বরণ করি।

কত ঝোড়ো রাতে বাদলের সাথে মেঘেতে বাজায়ে ঢোল,
বিজলীর লতা আকাশে বাঁধিয়া খেলেছি আলোর দোল।
সেই আমি আজ তব ফুলবনে মানিলাম পরাজয়,
মাকড়ের আঁশে হাতিরে বাঁধিলে এই বড় বিস্ময়।

banglainternet.com

কবির সমাধি

[বনের ধারে নদীর তীরে কবির কুটির। একদিন মালিনীর মেয়ে মালতীলতিকার সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। প্রেমের প্রথম উন্মেষণে একে অপরকে ভালবাসল। শেষে মালিনীর মেয়ের আর কবিকে ভাল লাগে না ; কবির দুঃখ সে বুঝতে পারে না।]

মালিনীর মেয়ে আসে নাই কাল, আজও নাই তার সাড়া,
ঘরে বসিয়াও কবির পরাণ হইয়াছে ঘর-ছাড়া।
দূর বালু-পথ অঘোরে ঘুমায়, ধূলার বসন ধরে ;
দখিনের বায়ু গড়াগড়ি যায় তাহার বুকের পরে।
তপ্ত বালুর মুকুরে ঢালিয়া বুকের আগুনরাশি,
দুপুরের রোদ গগন ঘিরিয়া হাসিছে বিকট হাসি।

আজো কি তাহার সময় হবেনা, আজো এই নদী-তীর
বালুর আখরে ছবি আঁকিবে না তাহার চরণটির।
দূর দিগন্তে মেলি দুই বাহু ডাকে কবি, আয়—আয়—
এই নদীপথে সেই সুর যেন বালু হয়ে উড়ে যায়।
ক্রমে দিন যায়, সন্ধ্যার কোলে রক্তের জাল বুনি,
পশ্চিম তীরে হাসে খল-খল দিবস শেষের খুনি।

নদীপথ বেয়ে পথিকেরা চলে, তাহাদের পদঘায়

কবির পরাণ ধূলায় মিশিয়া গুঁড়া হয়ে যেন যায়।
এই পথ দিয়ে কতলোক আসে, তার কি আসিতে নাই—
এ পথে কি কেউ কাঁটা গাড়িয়াছে সে আসিবে বলে তাই।
দূর পশ্চিম এখনও হাসিছে দিক্‌বলয়ের মালা,
পল্লীবধূরা প্রদীপ জ্বালায়ে তাহাতে করেছে আলা।

সেই কালে কবি হেরিল সমুখে, আসে মালিনীর মেয়ে,
এলোচুল হতে শিথিল কুসুম পড়িতেছে পথ বেয়ে ;
দুটি বাহু তার হেলিছে দুলিছে, উড়িছে সুনীল শাড়ি,
অঙ্গে অঙ্গে বাজিছে গহনা সারা দেহ তার নাড়ি।
—এমনি করিয়া মেঘ-পথ বেয়ে হাসে বিজলীর লতা,
—কহে কাল জলে ডুবিতে ডুবিতে সোনার কলসি কথা।

কবি শুধু তারে চাহিয়া দেখিল, যেন দুটি আঁখি ভরি,
সারা দেহে তার যত রূপ আছে লইল উজাড় করি।
মালিনীর মেয়ে হাসি মুখে তার আরো মাখাইল হাসি—
কহিল, আজিকে দেরি করে দিল রাজার কুমার আসি।
কালকেও আমি সাজিয়া গুজিয়া আসিব তোমার কাছে,
এমন সময় রাজার কুমার ডাক দিল মোরে পাছে।

সেকি ছাড়ে মোরে—দিতে হবে তারে বিনা-সুতে গেঁথে মালা
এমনো নয়কো তেমনো নয়কো সে এক বিষম জ্বালা।
খানিক তাহার পাটল ফুলের, খানিক বকুল ফুল ;
তার মাঝে মাঝে গোলাপ গাঁথিতে নাহি হয় যেন ভুল।

banglainternet.com

সে মালায় পুন লিখিতে হইবে রাজার ছেলের নাম—
কি করিব আমি, সারা রাত জেগে তাই শুধু গাঁথিলাম।
আজ এসেছিল মালা লইবার —পেয়ে সে কি খুশী তার।
বলে, সে এমন বিনা-সূতি মালা কভু দেখে নাই আর।
তাহার গলার গজমতি হার আমারে দিয়েছে ডেকে,
তোমারে দেখাতে আসিলাম তাই এই সাঁঝে ঘর থেকে।
এখনি আমারে ফিরে যেতে হবে, আজিকে নূতন করে,
সারা রাত জেগে রাজার ছেলের মালা দিতে হবে গড়ে।

কবি কহে, শুন মালিনীর মেয়ে, আমিও গেঁথেছি মালা,
কথায়-কথায় সূত্র গাঁথিয়া তোমারে পরাতে বালা।
যে কথা আমার গোপন মনের আঁধার গুহার কোনে,
হাজার বরষ ঘুমাইয়াছিল নিশার স্বপন-সনে
আজিকে বে-বুঝ বেদনার ঘায় সে কথারে ছিঁড়ে আনি,
আঁখি-যমুনার কাল জলে ধুয়ে গেঁথেছি মাল্যখানি।
মালিনীর মেয়ে হাসিয়া কহিল, এ সব ত শুনিলাম,
আচ্ছা বল ত, তোমার মালায় লিখিয়াছ কার নাম?
কবি কহে, সখি, কি লিখেছি আমি তোমারে বলিব খুলে,
আকাশেতে হাসে আকাশের তারা ধরায় নামে কি ভুলে?
উষার কীরূপ তড়িতের সিঁথি ভুলিয়া গিয়াছি তাই,
মালিনীর মেয়ে মালতি লতিকা তারো নাম লিখি নাই।
এ মালায় আমি লিখিয়া রেখেছি তোমার ও রাঙামুখ,
এই ধরণীর মানুষের মনে দিতে পারে যত দুখ;

banglainternet.com

ও দেহ-তরণী বাহিয়া চলেছে মোদের নদীর জলে,
আঘাতে তাহার যত ঢেউ উঠে লিখেছি মালার দলে।
আর লিখিয়াছি, ওই ভাঙা ঘরে তোমার কথাটি স্মরি,
রাতের তারারে সাক্ষ্য মানিয়া জাগিয়া সে বিভাবরি :
অজানা গ্রহের দূর পথ বেয়ে চলে গেছে মুসাফির,
তারা দেখে গেছে কি বেদনা মোর একেলা পরাণটির।
সেই সব আমি মালায় লিখেছি, আরো লিখিয়াছি তাতে—
আরো যে আঘাত হেনে যাবে তুমি আমার জীবন পাতে।

এ মালায় মোর কি হইবে কাজ? মালিনীর মেয়ে কয়,
কবি কহে, সখি! বেদনার দান জগতে যে অক্ষয়।
তুমি কি জান না, তোমার বিধাতা তোমারে পাঠাল ভবে,
এই কথা বলে—ও দেহের রূপে জগত জিনিতে হবে।
তোমার গলায় মোর মালাখানি এ যে তব জয়-হার,
ও রূপে তোমার কত মোহ আছে, ভাষা এ যে সখি তার।
মোর মালাখানি লয়ে যাও সখি। মহাকাল নদীজলে,
রূপের তরণী করে টলমল ঘটনার হিল্লোলে।
ওই তব হাসি ওই রাঙা মুখ, ও যেন সোঁতের পানা,
আজ যারে দেখি কালকে তাহারে অমনি দেখিতে মানা।
আমি যেন আজ দেখিতেছি সখি। তোমার ও রূপখানি।
তটিনীর মত ছুটিয়া চলেছে কূলে কূলে ব্যথা হানি।
ও তব সোনার কান্তি জুড়িয়া নাচিছে কালের ঢেউ,
আজ যারে দেখি কালিকে তাহারে হেন দেখিবে না কেউ।
কি জানি যদিবা এই কভু হয়, ও তব সুষমাখানি,
বরষের কোন দৈত্য আসিয়া লয়ে যায় কোথা টানি;

তখন সজনী দেহ-বালুচরে খুলিয়া আমার মালা,
দেখিও, যা তুমি হারায়েছ পথে—কত সে হানিত জ্বালা।
ও-দেহের সেই ভগ্ন দেউলে এ মোর মালাখানি,
বিগত দিনের যত ভোলা কথা আনিবে সেদিন টানি।
তখন যদিবা এই অভাগারে পড়ে যায় তব মনে,
ফেলিও সজনী। এককোটা জল ও দুটি নয়ন-কোণে।
এই আশা লয়ে আজো বেঁচে আছি, বুকে করাঘাত হানি;
ভাবি, নখে নখে ছেঁড়া যায় নাকি গোপন বেদনাখানি।

মালিনীর মেয়ে শুধাইল, কবি। বুঝাইয়া বল মোরে,
শুধু কি বেদনা রাখিয়াছ আজ তোমার মালায় ভরে?
শুধুই বেদনা, কবি কহে কেঁদে নিছক বেদনা সখি,
এ পোড়া নয়নে আর কিছু নয় বেদনারে শুধু লখি।
কেন ব্যথা পাও, মালিনীর মেয়ে কহে আরো কাছে এসে,
কবি কহে, সখি, ললাটের লেখা, এ যে তোমা ভালবেসে।
এ জীবনে যারে ভালবাসি সেই সব চেয়ে দেয় দাগা,
ভাগ্য যাহারে সঁপিলাম সেই বানাইল দুর্ভাগা।
ভরা তীর যারে দিলাম যাচিয়া, সে নিঠুর মোরে আজি,
ধরণীর গাঙে সাজাইয়া দিল শূন্য নায়ের মাঝি।

কেন আমি তব কি করেছি কবি? সুধায় মালিনির মেয়ে,
কবি কহে, কেন তড়িত হইয়া এলে মোর মেঘ বেয়ে?
দেশে দেশে আজ শুমরি কাঁদিয়া তোমারে খুঁজিয়া মরি,
তীব্র ব্যথার আগুন জ্বালিছ মোর বুকখানি ভরি।
ধরিতে ধরিতে পালাইয়া যাও, বাহুর বাঁধন হায়—
এত যে শিথিল ভালবাসিবার আগে যদি জানা যায়!

যদি জানা যায়—যারে কাছে চাই সেই হয়ে যায় দূর,
তবে কেহ কভু কারো কথা দিয়ে বাঁধিত গানের সুর?
এ মোর নিখিলে এ ব্যথার সখি, জুড়াবার নাহি ঠাঁই,
যারে ভালবাসি সেই দিল মোরে সব চেয়ে বেদনাই!
তাই দিয়ে আমি গাঁথিয়াছি মালা, তারি আঁকিয়াছি ছবি,
গজমতি হার কোথা পাব সখি, আমি যে তোমার কবি।

হায় হতভাগা, মালিনীর মেয়ে কহে তার হাত ধরি,
যে ব্যথারে আমি চিনিনে এ ভবে তারে লয়ে কিবা করি?
মালিনীর মেয়ে ফুল লয়ে খেলি, ফুলে-ফুলে গাঁথি হার;
ফুলের দেশে ত হাসি আছে সদা, বেদনা নাই যে তার।
মোর ফুল-বনে ফুল বিছাইয়া ঘুমাই ফুলের গায়,
সন্ধ্যা-সকালে কবরি এলায়ে গন্ধ ছড়াই বায়।
ফুলের সঙ্গে শিখিয়াছি সখা, কেবলি ফুলের হাসি,
সে দেশ আজিকে কেমনে লইব তোমার ব্যথার বাঁশি।
এ জীবনখানি মদের পেয়ালা দোলে তরঙ্গভরে;
লহরে লহরে সোনার স্বপন ভেসে ওঠে থরে থরে।
এরি সাথে যারা মনের নীনাতে বাঁধিতে পারে না সুর,
চরণের ঘায়ে তাহাদের মোরা ছিটাইয়া করি দূর।

কবি কহে, ওগো ফুলের কুমারি। ফুল লয়ে তুমি থাকো,
সে ফুল যে সখি। ঝড়ে পড়ে যায় তারে তুমি দেখনাকো?
ফুলের হাসি যে দুর্দিনে শুকায় কোটা ফুল হয় বাসি
এই কথা স্মরি তোমাদের দেশে বাজে নাই কোন বাঁশী?

banglainternet.com

যে ফুল তোমরা অলকে বাঁধিছ, যে ফুলে গাঁথিছ হার,
তোমাদের দেশে কোন গান নাই সে ফুলের বেদনার?

নয়। নয়। নয়। মালিনীর মেয়ে কহে পুনরায় হাসি,
প্রতিদিন মোরা ঝাঁটাইয়া দেই পথে ঝড়া ফুলরাশি।
আমাদের দেশে শুধু হাসি সখা—যার ক্রন্দন থাকে,
পথের ধুলায় দলিয়া আমরা পায়ে পিষে যাই তাকে।

তবু -তবু—ওগো সোনার বরণী আমারে করুণা করি,
মাঝে মাঝে শুধু দেখে মেয়ো মোরে ব্যথায় যদি না মরি।
সময় কোথায়? মালিনী শুধায়, চলিছে ভাটির বেলা
এরি মাঝে সখা। সেরে নিতে হবে জীবন-নাটের খেলা।

কারে অভিমান

কারে অভিমান হায়রে হায়রে পরাণ, জীবনের সাহারায়,
কারো ব্যথা কেউ ভাবিয়া দেখিতে সময় নাহিক পায়।
যার পাছে পাছে কিরিলি কাঁদিয়া
সে ত কভু তোরে দেখে না চাহিয়া;
শুধু মিছে গান গাঁথিয়া গাঁথিয়া, বাড়ালি বুকের জ্বালা;
আপনার হাতে গাঁথিয়া পরিলি দহন-নাগের মালা।

পরের পরাণ লইয়া উহারা করিতেছে ছেলেখেলা,
ভালবাসাবাসি উহাদের কাছে আপন হাতের ঢেলা।
ওরা জানে রাঙা মুখের মায়ায়,
নিখিল ধরারে পায়ে দলা যায়;
তোর অভিমানে, কিবা আসে যায়,—তোরি মত শত শত,
ওদের একটু কৃপার লাগিয়া পথে পড়ে আছে কত।

জীবনের নাম উহাদের কাছে একটু শুষ্ক হাসি,
একটু চাহনি—তার বিনিময়ে ভালবাসা রাশি রাশি।
একটু করুণা, একটু আদর,
ওরা জানে তার কতটা কদর;
মানুষেরে নাচায় বাঁদর, ওরা তার বিনিময়ে;
ছিনিমিনি খেলা করিতেছে নিতি পরের পরাণ লয়ে।

banglainternet.com

উহাদের হাটে উহারাই রাজা, নিয়ম তাহার এই,
বিনামূলে যাহা বিকাইতে পার,—কিনিতে ক্ষমতা নেই।
যদিবা কখনো করুণা করিয়া,
কারো কাছে কিছু ফেলেবা বেচিয়া,
হাত না লইতে যায় তা উবিয়া, দুধের ফেনার প্রায়
কুয়াসার শাড়ি অঙ্গে না দিতে বাতাসে মিলিয়া যায়।

হাটেতে উহারা বেসাতি করিছে বেলোয়ারি চুড়ি লয়ে,
ক্রেতারা আসিয়া ভিড় করিয়াচে মানিকের বোঝা বয়ে।
একটু সে কথা, আমি ভালবাসি,
তারি মোহে গেছে কত প্রাণ ভাসি,
মুকুতা রতন কত রাশি রাশি, পড়েছে চরণ তলে ;
ওরা যা দিয়েছে কর্পুর মালা, ধরিতেই গেছে গলে।

কাজ নাই তোর—কাজ নাই ওরে, এ হাটে দোকান বাঁধি,
মিছে কেন আর কাঁদিয়া বেড়াস্ মানুষেরে মন সাধি?
এমন পাগল কে আছে কোথায়,
নদী সোত সনে মিতালী পাতায়?
মানুষের মন তারো আগে ধায়। পিছু ডাক নাহি শোনে।
—কভু কে কোথায় পিরীতি করেছে মানুষে মানুষ সনে?

banglainternet.com

তবু যে তাহারে ভুলিতে পারিনে ! আয় তবে মাটি লয়ে,
তারি মত এক মাটির মানুষ গড়ে লই দেবালয়ে।
মাটির দেবতা লবে পূজাভার,
নাই যদি লয়, হেলা নাই তার,
আসিবে না কভু পায়ে দলিবার জীবনেরে অকাতরে,
মাটির মানুষ গড়িয়া তাহারে পূজিব মাটির ঘরে।

হায়রে পরাণ—মাটির পরাণ। কোথায় জুড়াবি দুখ,
এমন দরদি কোথা কিরে নাই স্নেহ ভরা যায় বুক?
আকাশে বাতাসে হেন কোন ঠাঁই,
পথের দোসর কেহ কিরে নাই।
এত ভালবাসা কারে দিয়ে যাই—কারে গলাগলি ধরি,
শূন্য বেনুর এতগুলি ফাঁক গানে গানে দেই ভরি।

তোমারে ভুলেছি আজ

[প্রথম স্তবক]

তোমারে ভুলেছি আজ—
সারাদিন বসি তোমারে ভাবি, ভারি ত পড়েছে কাজ।
সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাই, নদীটির তীরে যাই,
সেইখানে তুমি নিতুই আসিতে, হাসি যে থামে না ছাই।
সেই কবে তুমি রাঙা পাও মেলে এসছিলে নদী তীরে ;
সে পায়ের রেখা কবে মুছে গেছে ভরা বরষার নিরে ;
সেথা যে এখন ঘন কাশবন, তুমি ভাবিয়াছ বুঝি,
সেই কাশবন দুহাতে সরায়ে তব পা'র রেখা খুজি।
বালাই পড়েছে, আমি সেথা রোজ এমনি বেড়াতে আসি,
কাশের পাতায় শিশির জড়ান, তাতে রোদ যায় ভাসি।
প্রথম রবির সিঁদুরিয়া রোদ, তোমার রঙিন ঠোঁটে,
কতদিন আমি দেখেছি ওমনি রাঙা রাঙা হাসি ফোটে।
তাই বলে আমি তোমারে ভাবিনে, কাশের ক্ষেতের পরে,
কাঁচা-পাকা ধান অঝোরে ঘুমায় দেখিও স্মরণ করে।

সারারাত তারা স্বপনে দেখেছে, জোছনায় গাও মেলি,
বক্ষে তাদের রাতের শিশির স্বেচ্ছায় গেছে খেলি।
তোমারি গায়ের রঙখানি যেন সেই ধানক্ষেতে পাতা,
তাই বুঝি আমি সেইখানে যাই? এমনি হয়েছি যা-তা।

সেইখানে বসি দুখালি লতায় কলমির ফুল বাঁধি,
আজো মনে আছে, কবে দিয়েছিনু তোমার গলায় সাধি।
আজো মনে আছে—সেই কবে তুমি মঞ্জরি-ধান তুলি,
কানে পরেছিলে, হাতে বেঁধেছিলে দু-একটি তার ভুলি।
আজো কি আমার স্মরণে রয়েছে বলেছিনু সেই কবে,
এমন সাজেতে যে দেখিবে তোমা, কৃষাণের রাণী কবে।

ভুল-ভুল সখি, ওসব ভাবার অবসর নাহি আর,
পারিনে এমন সময় কাটাতে কথা লয়ে যার তার।
বিকালে কেবল বেড়াইতে যাই—নদীর তীরেই যাই,
সেখানেতে বুঝি তুমি ছাড়া আর কেহ কভু আসে নাই?
সেই পথ দিয় কত লোক চলে—সেই চলা-পথ ধরে,
চলে মহাকাল দিন-রজনীর আলো-ছায়া পাখা-ভরে।
চলে কত রবি, চলে কত চাঁদ—চলে কত গ্রহতারা
রেখা-লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।
দিক-বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্মম পথ-নাগ,
ঘুমায়েছে আজো—গায়ে পরিল না কাহারো পায়ের দাগ।

সেই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে, ফুলতনু রথখানি
উড়ায়ে যাইত ভাবিয়াছ, সেথা গেছ ফুলরেখা টানি।
ভাবিয়াছ, তব পায়ের গন্ধ উড়েছিল বায়ুভরে ;
সবটুকু তার রাখিয়াছি আমি ঘোর উত্তরি ভরে।

banglainternet.com

—আজো সে গন্ধ ছড়াইয়া দিয়ে সাঁজের উতল বায়,
এই বালুচরে একেলা আমার সময় কাটিয়া যায়?
মিথ্যা সজনী—মিথ্যা এ সব, নিজেরেই লয়ে মরি,
নিজেরেই মোর সামলান দায় পরেরে কখন স্মরি?

দূর পশ্চিম গগনের কোলে নানান মেঘের মেলা,
তারি পরে বসে নানান বরণ রৌদ্রের হাসিখেলা;
সে হাসি আবার ঝরিয়া পরেছে কতক নদীর জলে,
নদী ও আকাশ লালে লাল হাসে ধরিয়া এ-ওর গলে।
তুমি ভাবিয়াছ, সেথায় পাতিয়া রঙের ইন্দ্রজাল,
তোমারে ধরিতে রোজ সন্ধ্যায় একেলা কাটাই কাল?

তুমি বুঝি ভাব ওই খেখানেতে দুলিতেছে ঝাউবন,
সেখানে বসিয়া কত কি ভাবিয়া কাঁদি আমি সারাখন।
আমি বুঝি ভাবি, সেই কবে তুমি ধরিয়া আমার কর,
বলেছিলে, এই ভালবাসা মোরা রাখিব জনমভর।
কাশের পাতায় মোর হাতখানি বাধিয়া তোমার হাতে
এই বন্ধন অটুট রহিবে বলেছিলে নিরালাতে।
আরো বলেছিলে এই কাশপাতা যদি বা ছিঁড়িয়া যায়,
মনের বাঁধন মনেই রহিল টুটিতে দেব না তায়।
আমি বলেছিনু, সোনার বন্ধু, বড় ভয় করে মোর,
প্রণয়ের রাতি ঘুম না ভাঙিতে হয়ে যায় যে গো ভোর।

শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেই থাকে, রজনী যে হয় বাসি,
এদেশে যে সখি। বাসরের রাতে বাজে বিদায়ের বাঁশী।
তুমি বলেছিলে, যদি-বা কখনো রজনী পোহাতে চায়,
এ দুটি কোমল বাহুর বাঁধনে ফিরায়ে আনিব তায়।
আমি কয়েছিনু, শোনগো সজনী, কাঁদে মোর ভীরু হিয়া,
বড় ভয় করে, যদিবা তোমারে আর কেহ যায় নিয়া।
পদে পদে মোর কত অপরাধ, হয়ত মনের ভুলে,
যদি কোনদিন এ ফুলতনুতে কোন ব্যথা দিই তুলে;
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে? শোন ওগো মনোরমা,
সেদিনের সেই অপরাধ হতে করিবে আমারে ক্ষমা?

(দ্বিতীয় স্তবক)

তুমি সুন্দর। জগতে জুড়িয়া পূজামন্দির পাতি,
মন্ত্রে মন্ত্রে ডাকিতেছে তোমার পূজারিরা দিবারাতি।
মোর এই দেহে ক্ষুদ্রের পূজা বাতাসে ভাসিয়া পানে,
যদি কোনদিন আর কোনো গান লাগে এসে তব কানে,
এ মোর স্নেহের নানান ছিদ্র, যদি তারি পথ বেয়ে
আর কোনো কারো সুর ভেসে আসে কাহারো প্রণয় নেয়ে;
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে? তুমি বলেছিলে, হায়,
অলিক ভয়ের দেউল গাঁথিয়া ঠকায়োনা আপনায়।
তোমার ঘরের যত ফাঁক আমি বুকের আঁচল চিরে,
এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিব মায়ামমতায় ঘিরে।
আর কারো গান পশিবে না হেথা, শুধু তুমি আর আমি,
তার সাথে সাথে রহিবে সাক্ষী দীর্ঘ দিবস-যামি।
তুমি ভাবিয়াছ, সে দিনের সেই তরুণ তৃণের মাঠ,
এইসব কথা বক্ষে লিখিয়া আজিও করিছে পাঠ।

banglainternet.com

সেদিনের সেই শুকনো নদীরে সাক্ষ্য মানিয়া হায়,
সেই সব কথা বলেছিলে তুমি প্রাণ করিব তায়।

আজিকার নদী সে নদীতে নাই যদিও বরষা শেষ,
তবু এর বুকে লেখা নেই সখি, সে সবের কোন লেশ।
সেদিনো এমনি দুলেছিল সখি, শূন্যের নীল মায়া,
—তবু এ আকাশ সে আকাশ নয়, এর বুকে মেঘছায়া।
সেদিনো এমনি বিভোল বাতাস—আজিকার মত নয়,
—এ যেন কি ব্যথা সহিতে না পেরে কাঁদিছে ভুবনময়।
এই বালুচর—একি সেদিনের? হায়। হায়। সখি হায়।
কি ব্যথারে এ যে শুঁড়া করে আজি উড়িছে উতল বায়।
এরা কেউ তার সাক্ষ্য হবে না—নাই তারো প্রয়োজন,
তুমি যদি মোরে ভুলে গেলে সখি, মোর ভোলা কতখন।

তোমারে আজিকে ভুলে গেছি আমি, বক্ষে নখর হানি,
ভাবিতেছি হায়, ছেঁড়া যায় নাকি ব্যথাভরা মনখানি।
সারা দেহে আমি বালু মাখিতেছি, বালুর কঠোর ঘায়,
দেখি যদি এই জীবন হইতে কারো স্মৃতি মোছা যায়।
রাতের কালিরে মুঠি মুঠি ধরে সারা গায়ে বসে মাখি,
মনে হয়, এরি কুহেলি বসনে ব্যথারে ছাপায়ে রাখি।

তুমি ভাবিয়াছ, তোমারে ভাবিয়া রাতে ঘুম নাই মোর,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালিতেই থাকে আমার হয় না ভোর।
মিথ্যা এসব, কলাবন ধরি রাতের বাতাস কাঁদে,
বাঁকা চাঁদ তারে ধরিবারে চায় জোছনার মায়া-ফাঁদে।

রাতের বিরহী ঝিঁঝিরা বাজায় বে-ঘুম বুকের কথা,
তারি সাথে যেন ডাক ছেড়ে কাঁদে—এ মুক মাটির ব্যথা।
তারি সাথে সাথে গান ভেসে আসে কবরের মাটি ফাঁড়ি,
সেই সুরে সুরে আমিও আমার বুকের ব্যথারে ছাড়ি।

এই ধরণীর কঠোর মাটির মহা-ভাব বুকে নিয়া,
অনন্তকাল এ মাটির সনে কেঁদেছে যাদের হিয়া;
সেই সব মৃত সাথীদের সনে গলাগলি ধরি রোজ,
আরো অভিনব তীব্র ব্যথারে একা আমি করি খোঁজ।
তাই রাত কাটে। আমি আছি আর আছে মোর এই ব্যথা,
নাই—নাই আর অবসর নাই, ভাবিতে কাহারো কথা।

চিঠিগুলি তব বাক্সে ভরেছি। আঁটিয়াছি চাবি তালা,
তবু ভয় হয়, পাছে বা তাহারা খুলে বাহিরায় ডালা।
বারে বারে তাই খুলে খুলে দেখি, পড়ে দেখি বার বার,
যদি কোনো কথা কোনো ফাঁক দিয়ে হয়ে আসে কভু বার;
কাপড়ে জড়ায়ে বাক্সেরে ঢাকি, যদি তারা কোনো ফাঁকে,
ভালবাসি আমি হেন কোনো কথা মনে এসে রেখা আঁকে।

তুমি লিখেছিলে, চিঠির আখরে, তুমি লিখেছিলে মোরে,
পরাণবন্ধু, তোমার ব্যথায় আমারো পরাণ ঝরে।
আরো লিখেছিলে, তুমি যদি সখা আমারে স্মরণ করি
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটাও সারাটি জনম ভরি,
তোমার স্নেহেতে যে প্রদীপ আজি জ্বালিয়া কাটায় রাতি
তারে বলে দিও, মোর স্নেহে হেন জ্বলিছে বে-ঘুম বাতি।

banglainternet.com

আরো লিখেছিলে, যে প্রদীপ আজি বুকের ব্যথারে জ্বালি
তিলে তিলে হায় নিজেরে ধরিয়া আগুনে দিতেছে ঢালি;
তার জ্বালা দেখে পতঙ্গ সেও মরণ বরণ করে,
আমি ত মানুষ, তোমার ব্যথায় কি করে রহিব ঘরে।
আমি ভাবিতেছি এই সব কথা যদি আজ পাখা মেলি,
বাক্সের কোনো ছিদ্র বাহিয়া বাহিরেতে আসে ঠেলি।
—তাই বারে বারে তালা চাবি দিয়ে বেঁধেছি বাক্সটারে
এর কোনো কথা আর যেন কভু বাহিরে আসিতে নারে।

খুলিয়া খুলিয়া চিঠিগুলি পড়ি, যদি বা হঠাৎ করে,
এ সব কথার এক আধটি বা উড়ে যায় হাওয়া ভরে।
তার বারে বারে চিঠিতে আঁকিয়া রক্তকালির রেখা।
কাগজের সাথে ভাল করে বাঁধি—তোমার সে-সব লেখা।
তুমি ভাবিও না, সাক্ষ্য মানিয়া চিঠির কয়টি পাতা,
সারারাত আমি ভুল বকিতেছি আপনার মনে যা-তা।
—আমি তাহাদের লুকাইতে চাই, যেন কভু কোনোমতে,
সেই বিস্মৃত দেশ হতে তারা পারে না বাহির হতে।

ভাবিও না তুমি সময়ের মোর হইয়াছে বাড়াবাড়ি,
প্রমাণ করিব চিঠিতে যা তুমি মিথ্যা করেছ জারি।
অবসর নেই। তুমি ভুলে গেছ আমিও ভুলিতে পারি;
—আমার দিবস রজনী কাটিছে ভুল গেঁথে সারি সারি।
তুমি ভুলে গেছ, হয়ত এমনি কাটিছে তোমার বেলা,
আলসে এলায়ে কবরি হেলায়ে পাতিছ রূপের খেলা।
হয়ত অধরে আজিও আঁকিছ তেমনি সুঠাম হাসি,
সোনা তনু বেয়ে পথে পথে তারি ছড়াইছে রাশি রাশি।

হয়তো সে মুখ আজো উচ্চারে, ভালবাসাবাসি কথা,
হয়ত তাহাই জড়ায়ে হাসিছে কত পরিণয় লতা।
এ সব তোমারে শুধাব না আমি অবসর নাহি মোর—
ভুলিয়া ভুলিয়া করিব যে আমি জীবন-আয়ুর ভোর।
তোমারে ভুলিব—যে আলো জ্বালিয়া স্মৃতিরে বাঁচায়ে রাখে,
আজিকে তাহারে রাখিয়া যাইব জীবনের পথ বাঁকে,—
সম্মুখে এখন নাচিবে আমার মরণের আধিয়ার,
আমি তার মাঝে বসিয়া গাঁথিব কেবলি ভুলের হার।

তোমায় ভুলেছি আজ

banglainternet.com

দুরাশা

শূন্য নদীর কূলে,
আমার বেদনা দুটি তট বেড়ি কাঁদিতেছে ফুলে ফুলে।
উতল বাতাস পাখা নাড়িতেছে ব্যাকুল বেনুর শাখে,
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধুলি মাখে।
গগন-রেখার চক্র ধরিয়া বৃথা কাঁদে দূর বন,
সেই নির্মম কভু পরিল না সবুজের বন্ধন।

মিছে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে বাঁধিয়া ডানা,
সে দূর আজিও পাখার বাসরে আনেনি আকাশখানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটির ধরায় সবুজের আল্‌পনা,
কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পারিল না।

বিদায়

আজিকে আকাশ মেঘ মেঘ যেন, বাতাস বহিছে ধীরে,
এসগো সজনী, মোরা দুইজনে বসিগে নদীর তীরে।
ছোট গেঁয়ো নদী দুইধারে লিখি নতুন ধানের লেখা,
কল-ঢেউ সনে পড়িয়া চলেছে বুকে আঁকি তারি রেখা।
চখা আর চখী গলাগলি ধরি ফিরিছে বালুর চরে,
বাতাস দুলিছে তারি সাথে সাথে ধূলার বসন ধরে।
দূর পশ্চিমে হেলিয়া পড়েছে অলস দিনের বেলা,
মেঘে আর রঙে রঙে, আর মেঘে করে মেঘ-রঙ খেলা।
কুন্দ ফুলের মালাগাছি আজ উড়ায়ে গগন-গায়,
চরের পাখিরা ফিরিয়া চলেছে সুদূর নীড়ের ছায়।
দিগন্ত-জোড়া দূর বালুচর, নিঝুম নিরালায়,
তাহার উপরে অলস দিনের আলো-ছায়া মুরছায়।
থাকিয়া থাকিয়া চরের বিহগ উঠিতেছে যেন মৃদু কোলাহল দুলি।
এসগো সজনী এইখানে বসি মুখোমুখি দুইজনা,
এ-উহার পানে শুধু চেয়ে রব, কোন কথা বলিব না।
তোমার অধরে পড়িবে ঢলিয়া অলস দিনের আলো,
আমার মুখেতে কুহেলি রাতের আঁধিয়ার কালো কালো।

banglainternet.com

আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে, তুমি মোর মুখ পানে,
মাঝে অনন্ত কথার সাগর কথা কবে কানে কানে।
আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে—রাঙা তব মুখখানি,
মুঠি মুঠি ধরি সন্ধ্যার আলো তাহাতে ছড়াব আনি।
আকাশ হইতে তারা ফুল ছিঁড়ে বাঁধিব তোমার কেশে,
সাঁঝ-মাখা ওই আধা গাঙ-খানি জড়াইব তব বেশে।

আজিকে সজনী, কেহ নাই হেথা শুধু আমি আর তুমি,
উপরে আকাশ, নীচে যে সবুজ তৃণ-ঘেরা বালু ভূমি।
এইখানে আজি বসিয়া সজনী তব মুখ পানে চেয়ে,
দেখিতেছি যেন কত মেঘ নাচে অতীত গগন ছেয়ে।
আজি মনে পড়ে, সেই কোনদিনে কিশোরী বালিকা বেশে,
এসেছিলে তুমি এই বালুচরে রাঙা মুখে মৃদু হেসে।
কুন্তলে তুমি জড়াইয়াছিলে নবীন ধানের ছড়া,
হাতে বেঁধেছিলে জস্তির ফুল কাঁখেতে মাটির ঘড়া।
তৃণপথে যেতে দুপায়ের খাড়ু খুলে যেত বারে বারে,
কাঁখের ঘড়াটি মাটিতে নামায়ে পরিতে আবার তারে;
আপনি কুপিয়া খাড়ুরে শাসাতে, পথেরে পাড়িতে গালি;
আমি ভাবিতাম,—ভুরু ধনু বুঝি ভেঙে যায় খালি খালি।
সেদিন আমারো কিশোর বয়স, দেখিয়া সে মায়া-ছবি,
আমি সাজিলাম পথের বাউল তোমার গাঁয়ের কবি।

আমার বাঁশীর সুরে
সেদিনের সেই কৃষাণ-কুমারী ফিরিল গগন জুড়ে,
দূর-মেঘ-পথে যেখানেতে সাজে চাঁদের কনক-রথ,
আমি বাঁশী সুরে সে দেশেতে তার গড়েছি সোনার পথ।

সেই পথ বেয়ে চলিত সে মেয়ে, চাঁদ-মাখা গায়ে তার,
রাতের নীহার পরাইয়া যেত মণি-মাণিকের হার।
দুখানি চরণ জড়ায়ে পড়িত রেশমের মত মেঘে,
সে মেঘ আবার গুঁড়ো হয়ে যেত বিজলীর আলো লেগে।
চলিত সে মেয়ে, চলিত সে তার রেখা-লেখা পথ ছাড়ি,
যেখানে অথই নীল পারাবার গগন-গাঙের পাড়ি।
সেখানে সে এসে ঘুমায়ে পড়িত আলু-থালু কেশ-পাশ,
বাতাস তাহার অধরে মাখাত মন্দার-ফুল-বাস।
সমুখে তাহার ভিড়িত আসিয়া বরণে বরণে সাঝ;
বরনে বরনে আসতি উষসী মাখিয়া সিঁদুর সাজ;
নাচিত সেখানে শত মধুমাস কোকিলের সুরে সুরে,
গোলাপ তাহারে শুনাইত গান বুলবুলি ঠোঁটে পুরে।

এমনি করিয়া কতদিন তারে দেখেছি কত না রূপে,
নিয়ে গেছি তারে কত নব দেশে উড়ায়ে মনের ধূপে।
আমি ভাবিতেছি, সোনার বন্ধু! তব মুখপানে চেয়ে,
তুমি কি আজিও সেদিনের সেই কৃষাণের ছোট মেয়ে?
আজি মনে পড়ে সেই কবে তুমি হারায়ে নাকের নথ,
এই বালুচরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিজাইতেছিলে পথ।
সেই নথ আমি খুঁজিয়া দিলাম,—জানাতে কৃতজ্ঞতা,
মোর পানে চেয়ে আঁখি নোয়াইলে, মুখে ফুটিল না কথা।
তার পর সেই কত ছল করি কত ভাবে দেখা হল;
সেই সব কথা স্মরিয়া এখন আঁখি করে ছল ছল।
কোনদিন আমি লুকাইয়া থাকি গহন কাশের বনে,
বাঁশের বাঁশীটি হাতেতে লইয়া বাজাতেম নিজ মনে।

englainternet.cor

সখির সহিত জল নিয়ে যেতে শুনি পরিচিত সুর,
কাঁখের কড়াটি ভারি হয়ে যেতো, সখিরা বলিত,—দূর,
পোড়ারমুখির সবখানে দেরি,—থাক ও পথের মাঝে।
তারা চলে যেতো, তব রাঙা মুখ আরো রাঙা হত লাজে
পিছন হইতে সহসা যাইয়া ধরিতাম চোখ দুটি,
চিনেও আমারে ছল করে ইহা বলিতে না মুখ ফুটি।
তারপর সেই দুজনে বসিয়া এমনি নদীর ধারে,
সোনার স্বপন কুড়ায়ে কুড়ায়ে গাঁথিতাম মোরা হারে।

আমি বলিতাম, ওই বালুচরে বাঁধিব একটি ঘর,
কদমের শাখা দোলাইবে ছায়া তাহার মাথার, পর।
উঠানে তাহার বেঁধে দেব আমি বাঁশের জাঙলা খানি,
তুমি তারি তলে ঢাকাই সিমের বীজ লাগাইও আনি।
জাঙলা ভরিয়া হেলিবে দুলিবে ঢাকাই সিমের লতা,
মোরা তারি পরে পড়িব মোদের গোপন প্রেমের কথা।
তুমি বলিয়াছ, নবান্ন দিনে আঁটি আঁটি ধান শিরে,
আসিও গাঁয়ের কৃষাণ আমার গেঁয়ো পথ দিয়ে ধীরে;
বরণ-কুলায় প্রদীপ সাজায়ে ধানদুর্বার সাথে,
তোমারে বরণ করিয়া লইব আমি আপনার হাতে।
এমনি করিয়া দিনেরে আমরা কথার মালিকা গাঁথি,
সাজায়ে সাজায়ে করেছি তাহারে বিগত দিনের সাথি।
তারা চলে গেছে, মোদের হাতের কল্পনা-ফুল লয়ে,
হিসাব করিতে ভুলে গেছে তারা কতবার গেল বয়ে।
কখনো তোমারে ডাকিয়া বলেছি—কালকে আসিও সই,
সন্ধ্যা আমার কাটিবে না কাল একেলা তোমারে বই।

তুমি আস নাই, দূর দিগন্তে ঢলিয়া পড়েছে বেলা,
আমি রাগ করে মিছেই তাহারে ছুঁড়িয়া মেরেছি ঢেলা;
সোনার কলস ভাসিব তাহার সে যদি ডুবিতে চায়,
পিছে চেয়ে দেখি মৃদু মৃদু হেসে তুমি এলে রাঙা পায়।
তাড়াতাড়ি তুমি যেতে চাহিয়াছ, কাশের পাতার, সনে,
তোমার শাড়ীর আঁচল বাঁধিয়া হাসিয়াছি মনে মনে।
কুন্দ-কুসুম দন্ত দিয়া যে বাঁধন কেটেছ তার,
সেই সব কথা এখন সজনী, মনে হয় বার বার।
কতদিন আমি তোমারে বলেছি, শোনগো সোনার সই,
তুমি যদি হও সন্ধ্যার তারা, আমি যদি সাঁঝ হই;
প্রতিদিন মোরা এমনি আকাশে এ-উহার পানে চেয়ে,
স্বপনের দেশে ঘুমায়ে পড়িব বাঁশরীতে গান গেয়ে।

আজিকে সজনী, ফুরাল মোদের এ বালুচরের খেলা,
আমাদের ঘাটে ভিড়িয়াছে আসি পরদেশ হতে ভেলা।
আমি চলে যাব এক দেশে সখি, তুমি যাবে আর দেশে,
সেথায় মোদের এই বালুচর সাথে নাহি যাবে ভেসে।
মোরা যে স্বপন গড়েছিনু তাহে দেবতা হইল বাদি,
যা হবার তাই হইল, এখন কি হইবে মিছে কাঁদি।
তুমি চলে যাবে, আমিও যাইব, এস তবে শেষবার,
এই বালুচরে লিখে রেখে যাই যত কথা আছে যার।
আমিও তোমারে ভুলিব সজনী। তুমি ভুলে যাবে মোরে,
বালুর আঙিনা বাঁধিলে কি-হবে? থাকে না জনম ভরে।
তোমারে আমারে ভুলাতে সজনী অনন্ত গ্রহতারা,
অনন্ত সাঁজ, অনন্ত আলো হইবে আত্মহারা।

banglainternet.com

মহাকাল তার চক্রের ঘায়ে ছিঁড়িবে স্মৃতির ফুল,
দিবস-রজনী দুটি ভাই-বোন মালায় গাঁথিবে ভুল।
তুমি ভুলে যাবে, আমিও ভুলিব, অনাগত কতজন
সহসা আসিয়া জুড়িয়া বসিবে মোদের হৃদয়-কোন।
অনাগত ব্যথা অনাগত সুখ পাতিয়া কুহকজাল,
ঢাকিয়া ফেলিবে মনের গহিনে আজিকার এই কাল।
সেই দূর দেশে হয়ত কখনো অজানা গ্রহের মত,
মাঝে মাঝে এসে উঁকি মেরে যাবে এ কালের দিন যত।
এই নদীতটে দাঁড়ায়ে কখনো হেরিব সুদূর পারে,
খিল-বালু-লেখা কল-কেউ সনে দুলিছে রূপালী হারে।
সেথা হতে কভু দূরাগত কোনো গেঁয়ো রাখালের বাঁশী,
আধ বোঝা যায়—আধ না বোঝায় শ্রবণে পশিবে আসি।

সন্ধ্যা

আরো ক্ষণকাল দাঁড়াও সন্ধ্যা
মৃদু মন্থর পায়ে,
তারার মাণিক জ্বালাব তোমার
আঁধার আঁচল ছায়ে।

কপালে চাঁদের পরাইব টিপ,
চরণে পরাব রাতের প্রদীপ,
ঝিঁঝির নূপুর শুনিতে শুনিতে
ঘুম যেয়ো বন-ছায়ে।

আকাশ ভরেছি সিঁদুর সাগরে
মেঘে মেঘে রঙ মেখে,
অলস আলোরে বিছায়েছি পথে
কোথা যাবে সব রেখে।

এমন মৌন গোধূলি লগনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে স্বপনে গোপনে,
কিছুবা বলিব কিছু না বলিব
রাতের তিমির ছায়ে;

আরো ক্ষণকাল দাঁড়াও সন্ধ্যা
মৃদু মন্থর পায়ে।

banglainternet.com

মুসাফির

চলে মুসাফির গাহি,
এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু, ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাহি মোছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার,
চলে মুসাফির নির্জন পথে, দুপুরের উঁচু বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।
দুধারে উদাও বৈশাখ-মাঠ রৌদ্রেরে বুকে চাপি,
ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছ দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস ধূলায় বসন ছিঁড়ে,
ফুঁদিয়ে ফুঁদিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের চেলারে ঘিরে।
দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফির, আয়, আয়, আয়, আয়,
কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হল্‌কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।
চলে মুসাফির দূর দুরাশার জনহীন পথ পাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে দিগন্তে দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।
মেঘের ঝাঁড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করি,
দূর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্নমুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছায় লোল সে রসনা মেলি,
হাসে দিগন্তে মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।

চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিনী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূর—কতদূর,
আর কতদূর গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গনেছে বরষ মাস?
ধূয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস?
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোনো গেঁয়ো ঘর হতে,
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিনী নদীসোঁতে?

চলেছে পথিক, চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,
সীমালেখাহীন পথ-মায়াবির অঞ্চলখানি ধরি।
ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বধূরা বঁধুর গলে,
বাহুর লতায় বাহুরে বাধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখ-রজনীর মদিরা সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি।
নতুন বধূর বক্ষে জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মনি-মাণিকের ধূলি।
চলেছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্তনাদ,
ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।

banglainternet.com

রে পথিক ! বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে ?
কোন ছায়া-পথ নীহারিকা পারে, দেখিছিলি তুই কারে,
কোন্ সে কথার মানিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে।
কার গেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিনিকি-ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী।

চলে মুসাফির আপনার রাহে, কোন দিকে নাহি চায়,
দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখি গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ, কাঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কউ—কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল্, আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল।
সে নিঠুর আজো পরাল না কথা, রহস্য-যবনিকা
খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা।
চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,
কোন-পথবাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে।
চলছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবন্ত হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহারে ঘিরে।
চারিদিক হতে গ্রাসিয়াছে তারে নিদারুণ আন্ধার,
স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার।

আর একদিন আসিও বন্ধু

আর একদিন আসিও বন্ধু—আসিও এ বালুচরে;
বাহুতে বাঁধিয়া বিজলীর লতা রাঙা মুখে চাঁদ ভরে।
তটিনী বাজাবে পদ-কিঙ্কনী পাখীরা দোলাবে ছায়া,
সাদা মেঘ তব সোনার অঙ্গে মাখাবে মোমের মায়া।
আসিও সজনী, এই বালুচরে, আঁকা বাঁকা পথখানি,
এধারে ওপারে ধান-ক্ষেত তারে লয়ে করে টানাটানি।
কখনো সে গেছে ওধারে বাঁকিয়া কখনো এধারে আসি,
এরে ওরে লয়ে জড়াজড়ি করে ছড়ায় ধূলার হাসি।
এই পথ দিয়ে আসিও সজনী, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
দিগন্ত-জোড়া ধানের খেতের গন্ধ মাখিয়া গায়।
—চরের বাতাস বাতাস করিয়া শীতল করিছে যারে,
সেই পথে তুমি চরণ ফেলিয়া আসিও এ নদী পারে।

আর একদিন আসিও সজনী। এ মোর কামনাখানি,
মুক বালুচরে আখর এঁকেছি নখরে নখর হানি।
লিখিয়াছি তাহা পাখির পাখায় মোর নিঃশ্বাস ঘায়ে,
আর লিখিয়াছি দূর গগনের কনক মেঘের ছায়ে।
সেই সব তুমি পড়িয়া অলস অবশ কায়,
এই খানে এসে থামিও বন্ধু, মোর বেনুবন ছায়।
এই বেনুবন মোর সাথে সাথে কাঁদিয়াছে বহু রাতি,
পাতায় পাতায় জড়াজড়ি করি উতল পবনে মাতি।

banglainternet.com

এই খানে সখি ! সান্ধ্য হইয়া রাতের প্রহরগুলি,
কত যে গভীর বেদনা আমার বলিবে খুলি।
রাত-জাগা পাখি কহিবে তোমারে, আমার বে-ঘুম রাতি,
কাটিতে কাটিতে কি করে নিবেছে একে একে সব বাতি।
সেইখানে তুমি বসিও সজনী। মনে না রাখে ডর,
সেদিন কাহারো কোন অভিযোগ হানিবে না কারো পর।
সেদিন আমার যত কথা সখি। এই মুক মাটি তলে,
মোর সাথে সাথে ঘুমায়ে রহিবে মহা-মৃত্যুর কোলে।
এই নদীতটে বরষ বরষ ফুলের মহোৎসবে;
আসিবে যাহারা তাহাদের মাঝে মোর নাম নাহি রবে।

সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে, অভাগা গাঁয়ের কবি,
জীবনের কোন্ কনক বেলায় দেখেছিল কার ছবি।
ফুলের মালায় কে লিখিল তারে গোরের নিমন্ত্রণ,
কে দিল তাহারে ধূপের ধোঁয়ায় নিদারুণ হুতাশন।
সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে কথা এই অভাগার,
জানিবে না কেউ কত বড় আশা জীবনে আছিল তার।
ধরণীর বুকে প্রদীপ রাখি সে, আকাশের ডাক দিত,
মাটির কলসে জল ভরে সে যে তটিনীরে বুকে নিত।
এত বড় আশা কি করে ভাঙিল, কি করে জীবন ভোর,
রঙ-কুহেলির সোনার স্বপন ভাঙিল সিধেল চোরে।
এসব সেদিন স্মরিবে না কেহ, দুঃখ নাহিক তায়,
যে গেল তাহারে ফিরায়ে আনিতে পিছু-ডাক নাহি হায়।
যে দুখে আমার জীবন দহিল সে দুখের স্মৃতি রাখি,
সবার মাঝারে রহিব যে বেঁচে, এর চেয়ে নাই ফাঁকি।

তুমিও আমারে ভেবোনা সেদিন, আমার দুঃখ ভার;
এতটুকু ব্যথা নাহি আনে যেন কোনদিন মনে কার।
এ মোর জীবনে তোমার হাতের পেয়েছিনু অবহেলা,
এই গৌরব রহিল আমার ভরিতে জীবন ভেলা।
তুমি দিয়াছিলে আমারে আঘাত, তারি মহা মহীমায়
সবার আঘাত দলিয়া এসেছি এ মোর চরণ ঘায়।
তোমারে আমার লেগেছিল ভাল, আর সব ভাল তাই
আমার জীবনে এতটুকু দাগ কেহ কভু আঁকে নাই।
তোমারে নিকটে পেয়েছিনু ব্যথা তারি গৌরব ভরে,
আর সব ব্যথা খড়কুটা সব ছিঁড়িয়াছি নখে ধরে।

তুমি দিয়েছিলে ক্ষুধা,
অবহেলে তাই ছাড়িয়া এসেছি জগতের যত সুধা
এ জীবনে মোর এই গৌরব তোমারে যে পাই নাই,
আর কারো কাছে না-পাওয়ার ব্যথা সহিতে হয়নি তাই।
তোমার নিকট কনিকা না পেয়ে আমি হয়েছিনু ধনি—
আমার কুটিরে ছড়াছড়ি যেত রতন মানিক মনি।

তাই সেই শুভখনে—
মোর পরে তব যত অন্যায় আনিও না কভু মনে।
আমারে যে ব্যথা দিয়েছিলে তুমি, তাতে নাহি মোর দুখ,
তুমি সুখে ছিলে, মোর সাথে রবে এই স্মরণের সুখ।

আর একদিন আসিও সজনী। মোর কণ্ঠের ডাক
যতদিন তুমি না আসিবে যেন নাহি হয় নির্বাক।
এ মোর কামনা পাখি হয়ে যেন এই বালুচরে ফেরে,
যেন বাজ হয়ে গগনে গগনে মেঘের বসন ছেঁড়ে।

banglainternet.com

এই কথা আমি ভরে রেখে যাই খর-তটিনীর জলে,
যেন দুই কূল ভাঙিয়া সে চলে আপনার কল্লোলে।
আর একদিন আসিও সজনী! এ আমার অভিশাপ
যত দিন যাবে পলে পলে এর বাড়িবে ভীষণ তাপ।
এই বাসনার ইন্ধন জ্বালি সাজালেম যেই হোম
কাল-নটেশের চরণের তালে জ্বলে যেন নির্মম।
যেন তারি দাহ সপ্ত আকাশ ভেদিয়া উপরে ধায়,
চন্দ্র-সূর্য মুরছিয়া পড়ে তারি নিশ্বাস ঘায়।
যেন সে বহ্নি শত ফনা মেলি করে বিষ উদগার,
তারি দাহ হতে তুমি যেন কভু নাহি পাও উদ্ধার।
যতদিন তুমি এই বালুচরে নাহি আস পুন ফিরে,
আজি এই কথা লিখে রেখে যাই বালুকার বুক চিরে।

বিজলীতে আমরা জসীমের "নক্সি-কাঁথা মাঠে"র অন্তরের সৌন্দর্য—তার আঁকা পদ্মাপারের গ্রামের সুষমার ছবি খুলে দেখিয়েছিলাম। বালুচরের কবি সেই সুরে, সেই ছবি, সেই রূপরেখা আবার জাগিয়েছেন।

বাঁশরি আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে,
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে?

০ ০ ০

কোথায় খেলার সাথিরা আমার কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে গোখুর রেণু।

০ ০ ০

তোমায় অভিশাপ দেব এই হারানো বাঁশী ইহ-জন্মে আর যেন তুমি খুঁজে না পাও, তবেই না পল্লী-লক্ষ্মীর ছবিখানি আমাদের চোখ ভরে মর্ম জুড়ে তোমার সুরে দুলে উঠবে।

জিতা রহো ভাই, বাঙলার কবি। কে বলে তুমি মুসলমান, কে বলে তুমি হিন্দু, তুমি ত অত ছোট নও যে ধর্মের ময়ূরপঙ্খী দাঁড়কাক সাজবে। বাঁশী তোমার চিরদিনই হারিয়ে যাক ঐ পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের বালুর চরে, বালুর চরে জুড়ে উঠুক তোমার রূপের রেখা, ধ্যানের গীতি, প্রাণের দরদ, আম বনের মায়া, ঢাকাই সিমের আচল চিরদিনই সেই হারানো বাঁশির সুরে।

উড়ানীর চর ধূলার ধূসর যোজন জুড়ি,
জলের উপর ভাসুক ধবল বালুর পুরি।

০ ০ ০

জাঙলা ভরিয়া লাউ এর লতায়;
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি;
উড়ানী চরের বুকের আঁচল কৃষান পুরি।

কবির দয়িত ওপারে; "কাল সে আসিবে," তার আশা, আনন্দ, ভয় ব্যাকুলতা ও আত্মদানের যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা অনবদ্য।

banglainternet.com

কাল সে আসিবে মুকখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।

o o o

কবির এ চিন্তামনির নাচ-দুয়ার থেকে কত রত্ন আর কুড়িয়ে দেখাব। সারা বালুচরখানি তার দেশ লক্ষ্মীর রাঙা পা দুখানির স্পর্শে মনিময় হয়ে গিয়েছে।

o o o

আজও বসে আছি এই বালুচরে, দু'হাত বাড়ায়ে ডাকি—
কাল যে আসিবে এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

হায়রে রূপের অতৃপ্ত তৃষ্ণা, প্রেমের অক্ষয় সাধ, ছন্দের আজন্ম আকুতি! ওই পিপাসা মিটলে কবি যে ফুরিয়ে যায়। কবির "প্রতিদিন" তাই কত না অপূর্ব অনবদ্য অনুপম; এ প্রতিদানেরও তুলনা কেবল বুঝি বাঙলার স্নিগ্ধ দুধালীলতার রূপেই মেলে।

—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

for more bangle golden literature……. Just banglainternet.com